সমকাল

তারিখ ... 26 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

জানুয়ারি থেকে উপবৃত্তির টাকা যাবে মোবাইলে

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সুবিধাভোগীর মায়ের অ্যাকাউন্টে রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশ কোনো ধরনের বাড়তি চার্জ ছাড়াই টাকা পৌঁছে দেবে। জানা গেছে, আগামী জানুয়ারি মাসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

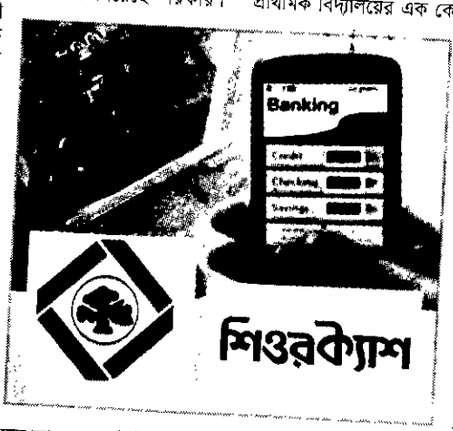

সংশ্লিষ্টরা জানান, স্বচ্ছতা বাড়াতে চলতি অর্থবছর থেকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য গত জুনে রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চুক্তি হয়েছে। দেশের এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা দিতে এক কোটি অ্যাকাউন্ট খোলার লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বরে মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছে অ্যাকাউন্ট খোলার নির্ধারিত ফরম পাঠানো হয়। যেসব মায়ের মোবাইল ফোন নেই তাদের বিনামূল্যে সিম দিচ্ছে টেলিটক। একই সঙ্গে প্রতি মাসে ফ্রি ২০ টাকার টকটাইম দেওয়া হবে।

শিওরক্যাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. শাহাদাত খান সমকালকে বলেন, রূপালী ব্যাংক শিওরক্যাশের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা দেওয়ার ডাটাবেজ ব্যবহার করে সরকার বিভিন্ন কাজ করতে পারবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। আশা করা হচ্ছে, আগামী জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। প্রাথমিকভাবে টুঙ্গিপাড়া, পীরগঞ্জ, পার্বতীপুরসহ কয়েকটি উপজেলায় মায়েদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হবে। জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশের ৬০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য বছরে সরকারের ব্যয় হচ্ছে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। উপবৃত্তির টাকা তুলতে অভিভাবকদের উপবৃত্তি বিতরণ কেন্দ্রে যেতে হয়। সেখানে নানা ঝামেলা পোহাতে হয় অভিভাবকদের। অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে উপবৃত্তির টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, প্রাথমিকের উপবৃত্তির টাকা প্রদান নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে সরাসরি শিক্ষার্থীর মায়ের অ্যাকাউন্টে টাকা দিলে এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়বে। একই সঙ্গে সরকারের কাছে সারাদেশের প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের একটা ডিজিটাল ডাটাবেজ থাকবে। এ ডাটা ব্যবহার করে প্রতিবছর কী পরিমাণ বই ছাপানোর প্রয়োজন তা জানা যাবে। বর্তমানে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি বই ছাপিয়ে সরকারের অর্থের অপচয় হয়। এছাড়া সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে শুধু রূপালী ব্যাংকে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু থাকায় তাদের সঙ্গে সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আর একই মায়ের একাধিক সন্তানের কারণে মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কম।

রূপালী ব্যাংকের এমডি মো. আতাউর রহমান প্রধান সমকালকে বলেন, এ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা তোলা ছাড়াও এখানে টাকা জমানোসহ সব ধরনের লেনদেন করা যাবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে এ কার্যক্রম ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা করেন।